তারিখ ... 2 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩২ কলাম ... ৭

সংবাদ

শাবিপ্রবি'তে সেশনজট ও শিক্ষক স্বল্পতায় হুমকির মুখে শিক্ষা ব্যবস্থা

...কাশ চৌধুরী, সিলেট

...লেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ...বিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) বিভিন্ন সমস্যার ...জালে বন্দি। দীর্ঘদিন ধরে এসব সমস্যা ...ন এলেও কেউ সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। এক সময়ের সাড়া জাগা দেশের প্রথম এ বিজ্ঞান ও প্রযু... বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে সেশনজট ও শিক্ষক স্বল্পতায় হুমকির মুখে পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থা। এছাড়াও জোড়াতালি দিয়ে চলছে ৫টি ন...

হুমকি : পৃঃ ২ কঃ ৪

হুমকি : শিক্ষাব্যবস্থা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

প্রকৌশল বিভাগ। সেই সঙ্গে ঠিকমতো আবাসিক সুযোগ-সুবিধাও পাচ্ছে না ছাত্রছাত্রীরা।

শিক্ষার্থীদের দাবি, সেশনজট কমাতে অতিদ্রুত ক্যাম্পাসে বন্ধ করতে হবে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি। কিন্তু তা মান্য হচ্ছে না কখনও। ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র শিবিরসহ নানা সংগঠন তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ফলে দিন দিন শিক্ষার মানের চেয়ে এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে ছাত্র রাজনীতি। পেশিশক্তির এমন নোংরা রাজনীতি ধ্বংস করে দিচ্ছে গোটা শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ। যদিও বর্তমানে রাজনীতি বন্ধ রয়েছে।

১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নগরী থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে ৩২০ একর আয়তনের ক্যাম্পাসে ১৩ জন শিক্ষক ও ২১০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হয় সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। শুরুর দিকে ৩টি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা সেশনজট ছাড়াই শিক্ষাপর্ব শেষ করে। সে সময় দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক সেশনজট থাকায় অন্যতম বিদ্যাপীঠ হিসেবে স্থান পায় এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। বাংলাদেশ ছাড়াও পাশের দেশ ভারত ও নেপাল থেকে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা ও সেশনজটে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। আর এ সেশনজটের কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে শিক্ষক স্বল্পতা ও ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি-এমনটাই অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এম আমিনুল ইসলাম জানান, প্রচণ্ড শিক্ষক সঙ্কট থাকার পরও এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশে গেলেও ছুটি শেষে দেশে ফিরছেন না অনেকেই। এটাই বর্তমান পরিস্থিতির কারণ। তাদের বিরুদ্ধে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জোড়াতালির প্রকৌশল বিভাগ : অনেকটা জোড়াতালি দিয়ে চলছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি নতুন প্রকৌশল বিভাগ। এই ৫টি বিভাগের জন্য রয়েছে ৪টি ক্লাসরুম। বিপরীতে শিক্ষক রয়েছেন গড়ে ৩ জন। শিক্ষার্থীদের জন্য নেই ল্যাবরেটরিসহ ন্যূনতম সুবিধা। ফলে দিন দিনই শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ বাড়ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে বায়োটেকনোলজি, টি অ্যান্ড ফুড টেকনোলজি, জেনিটিক্স, মিনারোলজি অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম টেকনোলজি এবং আর্কিটেকচার বিভাগগুলো চালু করা হয়। সে অনুযায়ী এ বিভাগগুলোতে প্রতি বছর ৩০ জন করে ১৫০ জন ছাত্রের ভর্তি প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন হয়। যার ফলে এসব বিভাগে এ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৫০ জন, যাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির ৪টি কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফ্লোর। ৪টি শ্রেণীকক্ষ ৫টি বিভাগের জন্য বরাদ্দ থাকায় জোড়াতালি দিয়ে চলছে শিক্ষাদান। আর এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা জানান, বিভাগগুলো ল্যাবরেটরিনির্ভর হলেও নেই ন্যূনতম ল্যাব সুবিধা। এসব বিভাগে শিক্ষক রয়েছেন গড়ে ৩ জন। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের জন্যও বসার কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই বলে জানালেন শিক্ষকরা। তবে কোন কোন শিক্ষক আবার নতুন বিভাগে এসব সমস্যা থাকা স্বাভাবিক বলে মনে করছেন। অন্যদিকে, শাবিপ্রবির উপাচার্য ড. এম আমিনুল ইসলাম এ ৫টি ব্যয়বহুল বিভাগকে ন্যূনতম সুবিধা দিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে জানান।

আবাসিক সুযোগ-সুবিধা সঙ্কট: সেমিস্টার পদ্ধতিতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর আবাসিক সুবিধা দেয়ার কথা থাকলেও মাত্র ১৪ শতাংশ আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তারপরও হলগুলোতে নেই ন্যূনতম সুবিধা, ডাইনিংগুলোতে নোংরা পরিবেশ ও সরবরাহ করা হচ্ছে নিম্নমানের খাবার। হল কর্তৃপক্ষ বলছে, খাবারের জন্য সরকারি ভর্তুকি না থাকায় খাবার মান উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে না।

একমাত্র সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম চলে সেমিস্টার পদ্ধতিতে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সেমিস্টার পদ্ধতিতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর আবাসিক সুবিধা পাওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সে সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় ৭ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে আবাসিক হল রয়েছে মাত্র ৩টি। এর মধ্যে একটি অসমাপ্ত। আর এসব হলের ধারণ ক্ষমতাও তেমন নয়। সরজমিন দেখা গেছে, হলগুলোর অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক।

এ বিষয়ে শাবিপ্রবির শাহপরান হলের ডাইনিং কর্মচারী হাবিব জানান, সরকারি কোন বরাদ্দ না থাকায় এবং জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি এ সমস্যার কারণ। তিনি বলেন, মাত্র ১১ টাকায় এর চেয়ে ভাল খাবার দেয়া সম্ভব নয়।

শাহপরান হলের প্রভোস্ট ড. মো. ইকবাল একই সমস্যা উল্লেখ করে বলেন, সরকারি বরাদ্দ নেই বলেই হলগুলোতে এ ধরনের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

এদিকে একমাত্র অসমাপ্ত ছাত্রী হলের অবস্থা আরও করুণ। অনেকেই রয়েছেন গণরুমে ডাবলিং করে। নেই চিকিৎসা ব্যবস্থা। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষেপে আছে ছাত্রীরা। তারা জানায়, নোংরা পরিবেশে থাকা তাদের জন্য অসাধ্য হয়ে পড়েছে। তবে এমন পরিবেশের পরও বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য ড. এম আমিনুল ইসলাম ছাত্রীদের জন্য ক্যাম্পাসের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বাসা ভাড়া নিয়ে...